চুয়াডাঙ্গায় বিডিআর সদস্যদের মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন

চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের পুনর্বহাল ও নিরীহ কারাবন্দীদের মুক্তির দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন, বিক্ষাভ ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বেলা ১২টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ চুয়াডাঙ্গা জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিডিআর সদস্যর ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়। তারা বিভিন্ন দাবী লেখা প্লকার্ড নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেন। এসব প্লকার্ড লেখা ছিল, ‘খালাস পেয়েও ১৬ বছর মুক্তি মেলেনি’, ‘৫৭ সেনা কর্মকর্তা হত্যার নির্দেশ দাতাদের বিচার চাই’ ইত্যাদি।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ সংগ্রামের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। ২০০৯ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী শেখ হাসিনা এ দেশের সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার নীলনকশা করেন। সেনা কর্মকর্তাদের খুন ও গুমের পর এ দেশের হাজার হাজার নিরীহ বিডিআর সদস্যকে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে সাজা দেওয়া হয়। যাদের মধ্য এখনো অনেক বিডিআর জওয়ান বিনা বিচারে জেলখানায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন। অনকেই নিখোঁজ রয়েছেন। ১৮ হাজার বিডিআর সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর যারা এখনো কারাবন্দী আছেন, তাদের ও জেল থেকে মুক্তি দিয়ে চাকরী ফিরিয়ে দেওয়ার আহবান জানান তারা।

মানববন্ধন উপস্তিত ছিলন, মোজাম্মল হক, গোলাম মোস্তফা, আব্দুর রশিদ, দিদার আলী, মিজানুর রহমান, বকুল আহম্মদ প্রমুখ।

দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদা ডিএস মাদ্রসার সুপার মোজাফফর হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুল কাদির, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, উপজেলা মডেল মসজিদের পেশ ঈমাম মুফতী মামুনুর রশীদ প্রমূখ।

দর্শনা দিয়ে ভারতে পালানোর সময় দু’ আওয়ামীলীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্ত দিয়ে পাসপোর্ট বিহীন অবৈধভাবে ভারতে পালানোর সময় দু’আওয়ামীলীগ নেতাকে আটক করেছে বিজিবি।

এ সময় তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে একটি ল্যাপটপ, অসংখ্য সীল, দলীয় প্যাড, সার্টিফিকেট উদ্ধার করে।

বিজিবি জানায়, আজ রবিবার (১৮ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা আন্তর্জাতিক জয়নগর চেকপোস্ট সীমান্তের ৭৬ নম্বর মেইন পিলারের পাশ দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল এই দু’জন। এ সময় বিজিবির টহলদলের নজরদারিতে এ দুজন ধরা পড়ে।

আটককৃত দুজন রাজশাহী বাগমারা থানার খাজুরা গ্রামের মনির হকের ছেলে ফজলুলু হক (৩৭) ও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার কাজিহাটা গ্রামের আশরাফুল আহমেদের ছেলে বুলবুল আহমেদ (৪০)। এরা আওয়ামী প্রজন্ম লীগের নেতা।

এদেরকে দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে বিজিবি জানায়। তবে এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এরা দুজন অবৈধ ভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল বিজিবি তাদেরকে আটক করে দর্শনা থানায় সোপর্দ করেছে।

[redacted]

[redacted]

দর্শনার ঠাকুরপুর সীমান্তে অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে বিজিবি

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিক চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। তারই নির্দশনায় ঠাকুরপুর বিওপি টহল কমান্ডার হাবিলদার শওকত আলীসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্ত খুঁটির ৮৯ হতে আনুমানিক দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যান্তরে ঠাকুরপুর কদমতলা বাজার মোড়ে অবস্থান নেয়। এদিন সকাল পৌনে ৭টার দিকে সেখান থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে। তাকে দাঁড় করাতে গেলে সে পালিয়ে যায়। এরপর জনসাধারণের সামনে বিজিবি সদস্যরা ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেলে ঝোলানো একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করে। উদ্ধারকরা ব্যাগের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানা ১৬ কজি ৩০০ গ্রাম (১৩৯৭.৪৬ ভরি) ওজনর ভারতীয় চান্দি রুপাসহ চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া ১টি মোটরসাইকল জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে হাবিলদার শওকত আলী বাদী হয় দর্শনা থানায় মামলা করেন। উদ্ধার করা ভারতীয় অবৈধ চান্দি রুপা গুলা পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।

জীবননগরে ভিয়েতনামী মাল্টা

চাষে সফলতা পেয়েছেন সজল আহম্মেদ

সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে থোকায় থোকায় ভিয়েতনামী বারোমাসি মাল্টা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মানিকপুর গ্রামের কৃষি উদ্যেক্তা সজল আহম্মেদের বাগানে। তিনি বলেন, ২ বিঘা জমিতে ভিয়েতনামী মাল্টা চাষ করেছি। আমার এই বাগানের বয়স এখন ৭ বছর। মাল্টা গাছ রোপণের ৬ মাস পরেই গাছে ফল আসা শুরু হয়। বর্তমানে ৭ বছরের প্রতিটি গাছ থেকে আনুমানিক ১৫০-২০০ কেজি মাল্টা পাওয়া যাচ্ছে। বাগান থেকে এখন প্রতি বছরে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হয়।

বাগানের খরচের বিষয়ে সজল আহম্মেদ বলেন শুরুর দিকে চারা কেনা, সার, কীটনাশক ইত্যাদি কিনতে বিঘা প্রতি ৫০-৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং দ্বিতীয় বছরে ১ লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। দ্বিতীয় বছরে ১ লক্ষ টাকা খরচ হলেও দেড় লক্ষ টাকার মাল্টা বিক্রি করেছিলাম। বাগানের খরচ বাদ দিলেও প্রায় ৩ লক্ষ টাকা থাকছে প্রতি বছরে।

মাল্টা গাছের রোগ বালাই সম্পর্কে সজল আহম্মেদ বলেন লেবু জাতীয় গাছে রোগ বালাই খুবই কম তবে ছত্রাক দেখা যায় এজন্য ছত্রাক নাশক স্প্রে করলেই সমাধান হয়ে যায়। মাল্টা গাছে তেমন পরিচর্যার দরকার হয় না। রোপণ করার নিয়মও অন্য সাধারণ গাছের মতোই প্রথমে জমি চাষ দিয়ে তারপর ১২ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিটি চারা রোপন করি। বারোমাসি মাল্টা বাগান নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন রয়েছে কারণ এই জাতের গাছ থেকে আমি বারোমাস মাল্টা পাই। আল্লাহর রহমতে এখন আমার একশত ত্রিশ বিঘায় বিভিন্ন ফলের বাগান হয়েছে। কৃষক ও নতুন কৃষি উদ্যেক্তাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই আপনারা মাল্টা চাষ করতে পারেন এতে করে আপনারা লাভবান হতে পারবেন। মাল্টা চাষ ও কৃষি বিষয়ে কোন পরামর্শ প্রয়োজন হলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমার বাগানে এসে ঘুরে যেতে পারেন। আপনাদের সকলকে আমার মাল্টা বাগানে আসার নিমন্ত্রণ রইলো।

হাঙ্গামা করার চেষ্টা করলে পিঠের চামড়া থাকবে না- টিলু

হারদির মাটিতে বিএনপি ২০০১ সালে ভোট পেয়েছিল ১০ হাজার আর আওয়ামীলীগ পেয়েছিল ১৫’শ। হারদির মাটি বিএনপির ঘাঁটি। বিএনপির কিছু লোক সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। আওয়ামী লীগ ভয় দেখিয়েছে, জেলে দিয়েছে ও মানুষকে ঘুমাতে দেয়নি। আর তোমরা কয়জন ডাকাতি করছো। তোমাদের পিঠের চামড়া থাকে না। বিএনপি ১/২ বছর পর হয়ত নির্বাচনে আসবে। বেলগাছিতে (শুক্রবার) মার খেয়েছো, আজকেও আবার খাইবা। আজকের সফর সঙ্গীদের সামনে এসে দাঁড়াও। তোমরা বেশি উপদ্রব সৃষ্টি ও হাঙ্গামা করার চেষ্টা করো না। বিএনপি কোন দাঙ্গাবাজ করবে না। যদি তোমরা দাঙ্গাবাজ করতে যাও তবে তোমারে রক্ষা নাই।

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে জোহা মাধ্যমিক হাইস্কুল মাঠে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় হারদি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু এমন মন্তব্য করেন।

এসময় তিনি জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফের উদ্দেশ্যে বলেন, কে এই শরীফ? শরীফের ভাই টরিক সিঙ্গাপুর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক। তার বন্ধু শেখ হাসিনা সফর সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। সে বিএনপির কিছু ছেলেদের নিয়ে অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। তারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের কিছু ছেলেদের নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়াচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম। সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিচ, সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল হক, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা যুবদলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিপ্লব, হারদি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জমির উদ্দীন, সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা: আলাউদ্দিন।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের যুগ্ন-আহবায়ক নাসির উদ্দীন, আরিফুল ইসলাম ডালিম, আতিয়ার রহমান চিনি, পৌর যুগ্ন-আহবায়ক আব্দুল্লাহ আল মামুন, মঙ্গল, আনোয়ার, নজরুল ইসলাম, আব্দুল কুদ্দুস, গোলাম মোস্তফা, বোরহান উদ্দীন, আব্দুল্লাহ, মল্লিক, আব্দুর সালাম, হযরত আলী, সোয়েব আক্তার, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক তৌফিক খাঁন, যুগ্ন-আহবায়ক বাকি বিল্লাহ।

দামুড়হুদায় বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্যোগে গীর্জা ও মন্দির পাহারা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল এর নেতৃত্বে যুবদল ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল মৎস্যজীবী দল গত ৫ ই আগষ্ট থেকে নিয়মিত ভাবে ইউনিয়নের বিভিন্ন গির্জা মন্দির সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান ও নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেন তাদের গীর্জা মন্দির পাহারা দেবার।

সেই থেকে আজ শনিবার অবধি বিএনপির নেতাকর্মীরা নিয়মিত ভাবে মন্দির ও গীর্জা পাহাড়া দিচ্ছেন ও কেউ যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর সুযোগ না পাই সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন।

এসময় ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল তার বক্তব্য বলেন আমরা বাংলাদেশের জনগন। সকলে আমরা ভাই ভাই।এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা নেই।আপনারা নির্ভয়ে বসবাস করবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমাদের দলীয় সকল নেতাকর্মী আপনাদের পাশে আছে।

এ সময় তিনি আরো বলেন বিএনপি সংখ্যালঘুদের পাশে অতীতে যেমন ছিলো বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থাকবে।এসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সহ এলাকাবাসী এমন উদ্যোগে সাধুবাদ জানান। তারা বলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা শুরু থেকে আমাদের গীর্জা ও মন্দির

পাহারা সহ নিয়মিত আমাদের সার্বিক খোঁজখবর অব্যাহত রেখেছেন।

দামুড়হুদায় পিকাপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর স্কুল বটতলা নামক স্থানে পিকাপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন মারাত্মক আহত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে এ সংঘর্ষ ঘটে। আহতরা হলো উপজেলার জয়রামপুর মাঠপাড়ার আব্দুর রহিম এর ছেলে মোঃ মিজান (২০) ও আবু সুনু’র ছেলে মোঃ মিথুন (২১)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠালতলা থেকে মোটরসাইকেল যোগে দামুড়হুদায় যাওয়ার পথে জয়রামপুর স্কুল বটতলা থেকে আনুমানিক ২০০ গজ উত্তরে কৃষি পয়েন্টের সামনে নীল রঙের একটি খুলনা মেট্রো ১১-১৬১৫ নাম্বারের পিকাপ এর সহিত মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। উক্ত দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুইজন পিচ রাস্তার উপরে সিটকে পরে গুরুতর আহত হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লোকজন আহত দুইজনকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। মোটর সাইকেল আরোহী মিজান গুরুতর আহত হওয়ায় তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহী রেফার্ড করেন। আহত মিথুন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ঘটনাস্থল থেকে একটি মিনি পিকাপ ও মোটরসাইকেল উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। এদিকে দূর্ঘটনার পরে পিকাপের ড্রাইভার কে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়রা বলেন, মোটরসাইকেল আরোহী মিজান খুবই উৎশৃঙ্খল, মোটরসাইকেলের জন্য বাসায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, সেজন্য মিজানের পিতা আব্দুর রহিম ১৫ দিন আগে মটরসাইকেলটি কিনে দিয়েছে।

তারা আরো বলেন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেলটি হেলে দুলে যাচ্ছিল, দূর্ঘটনায় পিকাপের কোন দোষ ছিলোনা। আমাদের চোখের সামনে মোটরসাইকেলটি পিকাপে এসে সরাসরি ধাক্কা দেয়। এতে ভয় পেয়ে পিকাপের ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাই।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এখনো পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গণহত্যার বিচারের দাবি এবং দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আলমডাঙ্গা উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪ টার দিকে পৌর এলাকার আলতায়েবা মোড়ে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি আকরাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ডা: ওয়ালিদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হোসেন, সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম, আক্তার আলী, হাফেজ মো: আমির হামজা, মীর শফিক, শরিফুল ইসলাম, খাজা মইনুদ্দিন, মুফতি সিরাজুল ইসলাম প্রমূখ।